أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ
وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

…. . . .যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন।
যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন।
আল্লাহ পরাক্রান্ত, **প্রতিশোধ** গ্রহণে সক্ষম। (সুরা মায়ি'দা ৫:৯৫)

Understand Surah ASR to concentrate more on SALAH

103

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Sura (সূরা)	Al-'Asr (আল্-'আছর)
Title (টাইটেল / other names)	Eventide, The Epoch, Time, Afternoon, The Flight Of Time / মহাকাল
# Sura (সূরা নং)	103
Descent (অবতীর্ণ)	Makki
Ayat / verses No. (আয়াত সংখ্যা)	1 - 3
Juz (পারা নং)	30
Ruku (রুকু)	1

গল্পের শিক্ষাঃ

বাঁচার জন্য একজন মানুষকে চারটি ধাপ পার করতে হবে:

১. সবার আগে তার নিজেকে ঘুম থেকে উঠতে হবে।

২. এরপরে সাঁতার কেটে উপরে যাওয়ার চেষ্টায় থাকতে হবে ।

৩. এবং একই সময়ে তার পরিচিত অন্যদেরকেও (যাদের সাথে সে বন্ধনে জড়িত) ঘুম থেকে উঠাতে হবে। তাদেরকে বাস্তবতা বুঝতে হবে

৪. এইভাবে চলতে চলতে গ্রূপ এর একজন যদি বলে যে, ‘ভাই, আমি আর পারছি না। এইভাবে আর কত? আর কতবার এইরকম উপরে উঠে আবার আরেকজনের টানে নিচে আসতে হবে। আমি মনে হয় আর পারব না।’ তখন অন্য আরেকজন এগিয়ে এসে সাহস দিতে হবে, বলতে হবে – ‘না। আমরা ইনশাআল্লাহ একসাথেই এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাব। তোমাকে পারতেই হবে। আর অল্প কয়েকবার বাকি। চলো, চলো।’

সুরাতে কি বলা হয়েছে/করণীয়ঃ

- প্রথমে তিনি বলেছেন, (ওয়াল আসর) সময় চলে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে।
- তারপরে তিনি বলেছেন, (ইন্নাল ইনসানা লা.. ফি খুসর) মানুষ ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছে।
- তারপরে তিনি বলেছেন, শুধুমাত্র তারা ব্যতীত, যারা বিশ্বাস করে।
- এবং যারা নিচের কাজ গুলো করে,
  - (১), আপনি ভালো কাজ ও করেন
  - (২) এবং আপনি মানুষকে ও সত্যের পথে ডাকছেন
  - (৩); কিন্তু আপনার সবর নেই।
  - (৪) তারমানে, এতকিছুর পর ও আপনি ঠিকই ডুবে যাবেন।

সফলতার চার ধাপঃ

1) বিশ্বাস রাখো: "ঈমান" শব্দের অর্থ হলো বিশ্বাস। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে সফলতা চাইলে এক আল্লাহ , তাঁর রাসূল এবং রাসূল এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস রাখতে হবে। আর এই জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে – "আমি পারবই ইনশা' আল্লাহ"।

2) যা করা দরকার তা করে যাও: অনেক সময় আমাদের এমন হয় যে – নামাজ পড়তে ইচ্ছা করে না, যিকর করতে মন চায় না, কোরআন মজিদ পড়ারও আগ্রহ পাওয়া যায় না – তবুও করতে হবে

3) মানুষের উপকারে আসো: খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও (বুখারী)।

4) নতুন কিছু শেখো: আল্লাহ কোরআন মাজিদের সূরা ফাতির এর ২৮ নং আয়াতে বলেছেন "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু তারাই তাঁকে ভয় করে যাদের জ্ঞান আছে"।

ইসলাম সম্পর্কে আপনি যত জানবেন ততই রুটিন ইবাদতগুলো আপনার কাছে অর্থবহ হয়ে উঠবে। নামাজ-রোজাকে আপনার কাছে রবোটিক কোন ব্যাপার বলে মনে হবে না, বরং তখন আপনি এই ইবাদতগুলোর মধ্যে ঈমানের মিষ্টি স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন।

আফসোসঃ

আমাদের অফিসের কোন বিশ্বস্ত কলিগ যদি ফোন করে বলে – “বন্ধু, মহাখালীর রাস্তায় এক্সিডেন্ট হয়েছে, বিরাট জ্যাম, ভুলেও ঐ পথে যেও না, ঘুরে যাও” – তাহলে আমরা বাসায় ফিরতে নিশ্চিত মহাখালীর রাস্তা নিব না। আর,

আমাদের পালনকর্তা প্রভু যখন আমাদের এই আয়াতে সতর্ক করে কিছু করতে আদেশ করেন আর আমরা কত অনায়াসে সেই আদেশ অমান্য করে দিনাতিপাত করতে থাকি!

ইমাম শাফেঈ’ বলেছেন – লোকে যদি শুধু এই সূরা (সূরা ‘আসর) নিয়ে চিন্তা করত, সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হত।

103

Surah Al-‘Asr (‘আছর)

(Time – মহাকাল)

" সূরা আছর কুর'আন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ সূরা যে, মানুষ এ সূরাটিকেই চিন্তা ভাবনা সহকারে পাঠ করলে তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়। এ সূরায় আল্লাহ্ তাআলা যুগের কসম করে বলেছেন যে, মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে

(১) ঈমান, (২) সৎকর্ম, (৩) অপরকে সত্যের উপদেশ এবং (৪) সবরের উপদেশ দান । "

ইতিহাস সাক্ষ্য দান করে যে মন্দের শেষ পরিণতি সব সময়ে মন্দই হবে। কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে এবং পূত পবিত্র জীবন যাপন করে ও অন্যকেও সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দান করে তাদের শেষ পরিণতি মঙ্গলময় ।

সূরাহ আসর জান্নাতে গিয়ে কোনো বিরাট পুরস্কার পাওয়ার উপদেশ নয়,
বরং জাহান্নাম থেকে বেঁচে ফেরার নুন্যতম শর্ত।

وَٱلْعَصْرِ

N P

Wa al- 'Asri

মহাকালের শপথ

By Al-'Asr (the time)

** وَالْعَصْرْ – By the time

– শপথ মহাকালের / যুগের / সময়ের / যামানার

আল্লাহ (সময়ের ধারণার উপর শপথ করেননি, বরং তিনি) আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন সময়ের ফুরিয়ে যাওয়া বৈশিষ্ট্যের প্রতি।

মানুষের কসম করার বিধানঃ

ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)). وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ((لأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ)) كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا)) .

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ করল সে কুফরি করল, অথবা শিরক করল”।

আল্লাহ আসরের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের কি বলছেনঃ

1. আল্লাহ মানবকে সময় সম্পর্কে অনুধাবন করার জন্য বলছেন।
2. মানুষের পক্ষে হাড়িয়ে যাওয়া সময় কখন–ই ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।
3. জাতিগুলির উত্থান ও পতন মানুষের ক্ষতির এক প্রমাণ।
4. সময় সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত
5. মানবজাতির জীবনযাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে তাদের বিভ্রান্তির পেছনে ছুটতে থাকে শুধুমাত্র সময়ের জন্য–ই

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ

ACC N EMPH P N

'Inna Al-'Insāna La-fee Khusrin

নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ;

Verily! Man is in loss

** إِنَّ – Verily – (নিশ্চয়ই)

** الْإِنسَانَ – Mankind – (মানবজাতি)

** لَ فِي – (is) Surely in - (অবশ্যই আছে) [La = Emphasis]

** خُسْرٍ – loss – (ক্ষতিগ্রস্ত)

মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে

إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

Al-Aadiyaat, 100:6) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ।

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ

80:17) মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ!

১১৯. এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্রান্ত করবো, মিথ্যা আশ্বাস দিবো এবং তাদেরকে আদেশ করবো, যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করবো, যেন তারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে এবং যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সুরা নিসা ৪:১১৯ (শিরক)

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ
اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ
وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ
خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۹﴾

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

EXP REL V PRON CONJ V PRON N

তারা ব্যতীত যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে

** إلّا – Except – (ব্যতীত)

** الّذين – those who – (যারা)

** آمنوا – believe – (বিশ্বাস স্থাপন করে)

** وعملوا – and do – (ও করে)

** الصّالحات – righteous deed – (সৎকর্ম)

ঈমান?

মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) তারা ঈমানদার নয় বা ঈমান আনেনি। (বাকারা : ৮)

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর (বাধ্য হয়ে) কোন কুফরী কথা বা কাজ করে অথচ অন্তরে সে ঈমানের প্রতি দৃঢ় আস্থাবান থাকে (তবে তার কোন গুনাহ নেই)। কিন্তু যে মনের সন্তোষসহকারে কুফরী কথা বা কাজ করে তার উপর আল্লাহর গযব বর্ষিত হবে। এদের জন্যে রয়েছে কঠিনতম আযাব। (নাহাল : ১০৬)

মানুষেরা কি মনে করেছে যে, ঈমান এনেছি এ কথাটি বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? অথচ তাদের পূর্বে যারা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে, তাদের সকলকেই আমি (আমলের মাধ্যমে) পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই (আমলের মাধ্যমে) পরীক্ষা করে জেনে নিতে হবে, কে (ঈমানের ব্যাপারে) সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। (আন-কাবুত : ২)

আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি

যে কেউ জেনে বুঝে সঠিক স্বচ্ছ জ্ঞানের মাধ্যমে মহাবিশ্বের মালিক মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, তার প্রতি অনিবার্যভাবে বর্তায় আল্লাহর প্রতি ঈমানের কয়েকটি অপরিহার্য দাবি। সেই দাবিগুলো হলো :

১. তাকে তার এই ঈমানের সুস্পষ্ট মৌখিক ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

২. আল্লাহ তায়ালা আরো যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে বলেছেন, সেসব বিষয়ের প্রতি তাকে ঈমান আনতে হবে, বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৩. তাকে তার সামগ্রিক দৃষ্টিভংগি, জীবন পদ্ধতি ও কার্যক্রমে এই ঈমান বা বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

৪. যে মহান আল্লাহ তার ঈমান ও বিশ্বাসের মূল ভিত্তি কেবল তাঁরই হুকুম মতো তাকে জীবন যাপন করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম পালন করতে হবে। জীবনের কোনো অংশকে তাঁর আনুগত্যের বাইরে রাখা যাবেনা।

৫. তিনি যা যা নিষেধ করেছেন, নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে তাঁর নিষেধ করা সকল বিষয় পরিহার ও বর্জন করতে হবে।

৬. আল্লাহর সর্বশেষ বার্তাবাহক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-কে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ ও অনুকরণীয় মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৭. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৮. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের নীতিমালার সাথে যা কিছুই সাংঘর্ষিক হবে, সবই বর্জন করতে হবে।

৯. পার্থিব জীবনকে পরকালীন অনন্ত জীবনের জয়-পরাজয়ের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের রাজপথে পরিচালিত করতে হবে।

ঈমান আনা এবং আমলে সালেহ্

- : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তিনি অবশ্যি তাদের পৃথিবীতে খিলাফত (রাষ্ট্র ক্ষমতা) দান করবেন, যেমনিভাবে খিলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী লোকদের; তিনি প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন তাদের মনোনীত পছন্দের দীনকে, তাদের ভয়ভীতি ও আতংকের পরিবেশকে বদল করে তাদের প্রদান করবেন নিরাপত্তার পরিবেশ। (সূরা ২৪ আন নূর : আয়াত ৫৫)

- : যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, তাদের আপ্যায়ন করার জন্যে রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে থাকবে তারা চিরদিন। সেখান থেকে তারা স্থানান্তর হতে চাইবেনা কখনো। (সূরা ১৮কাহফ : আয়াত ১০৭-১০৮)

- যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। (৯৮:৭)

.

بِٱلصَّبۡرِ		وَتَوَاصَوۡاْ			بِٱلۡحَقِّ		وَتَوَاصَوۡاْ		
N	P	PRON	V	CONJ	N	P	PRON	V	REM

এবং পরস্পরকে তাকীদ [উপদেশ] করে সত্যের এবং তাকীদ [উপদেশ] করে সবরের

** وتواصوْا – and exhort (*one another*) – (এবং *পরস্পরকে* উপদেশ দেয়)

** بـ الحقّ – to the truth – (সত্যের - দিকে) [*bi* = Prefixed Preposition]

** وتواصوْا – and exhort (*one another*) – (এবং *পরস্পরকে* উপদেশ দেয়)

** بـ الصّبْر – to the patience / endurance – (সবরের, ধৈর্যের - দিকে)

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'তোমরা পুণ্যশীলতা পুণ্যময় ও খোদাভীতিমূলক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো; কিন্তু পাপাচার (গুনাহ) ও সীমালংঘনমূলক কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না; (বরং) আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।'

(সূরা আল-মায়েদা ঃ ২)

কি ভাবে কাজ করতে হবে?

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ (তোমরা) নম্রতা ও মার্জনার নীতি অবলম্বন করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের সাথে তর্কে জড়িয়োনা। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৯৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পরের বন্ধু ও সঙ্গী। এরা পরস্পরকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে।

(সূরা তওবা ঃ ৭১)

وَقَالَ تَعَالٰى : لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ، كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ -

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ 'বনী ইসরাঈলীদের মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি দাউদ ও ঈসা বিন্ মরিয়মের ভাষায় লা'নত করা হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহের পথ ধরেছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে পাপাচার থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পরিহার করেছিল। অতীব জঘন্য কর্মনীতিই তারা গ্রহণ করেছিল।' (সূরা মায়েদা ঃ ৭৮-৭৯)

সবরঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্যে অটল থাক এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও (ইমরান ৬২:২০০)

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'বল, 'হে আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই।' (যমার–৬২:১০)

সবরের ফলাফলঃ

- হে (মানুষ,) তোমরা যারা ঈমান এনেছো (পরম) ধৈর্য ও (খালেস) নামাযের মাধ্যমে তোমরা (আমার কাছে) সাহায্য প্রার্থনা করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীল মানুষদের সাথে আছেন। (সূরা আল বাকারাঃ আয়াত ১৫৩)
- আমি অবশ্যই (ঈমানের দাবীতে) তোমাদের পরীক্ষা করবো, (কখনো) ভয়-ভীতি, (কখনো) ক্ষুধা-অনাহার (কখনো) তোমাদের জান মাল ও ফসলাদির ক্ষতি সাধন করে (তোমাদের) পরীক্ষা করা হবে। যারা ধৈর্যের সাথে এর মোকাবেলা (করে) তুমি (সে সব) ধৈর্যশীলদের (আমার নেয়ামতের) সুসংবাদ দান করো। (সূরা আল বাকারাঃ আয়াত ১৫৫)
- সুহাইব ইবনে সিনান (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপার এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে সে আল্লাহ্র শোকর করে। তাতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কোন কিছু হলে সে ধৈর্য ধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয় (মুসলিম)।
- আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলিম বান্দার যে কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা ও অস্থিরতা হোক না কেন, এমনকি কোন কাঁটা বিঁধলেও, তার কারণে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

ধৈর্যশীলদের তিনটি উপহারঃ (২:১৫৫-১৫৭)

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ
مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)

- 'আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে,

নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতেঃ

- মাগফিরাত ও
- রহমত এবং
- তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।‘

শিক্ষাঃ

চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং জান্নাতের চিরসুখ লাভ করার জন্যঃ

- একে অপরকে আল্লাহ তাআলার শরীয়তের আনুগত্য করার এবং নিষিদ্ধ বস্তু এবং পাপাচার হতে দূরে থাকার উপদেশ দিতে হবে।
- মসীবত ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য, শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও ফরযসমূহ পালন করতে ধৈর্য, পাপাচার বর্জন করতে ধৈর্য, কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতে হবে।

যদিও ধৈর্যধারণের উপদেশ সত্যের উপদেশেরই অন্তর্ভুক্ত, তবুও তা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাতে ধৈর্যধারণ ও তার উপদেশের মর্যাদা, মাহাত্ম্য এবং সুচরিত্রতায় তার পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকার কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।